ভূমিকা

বাংলা উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ : বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র

ভূমিকা :

উপন্যাসের বিষয়বস্তুর বিচারে প্রেম ও বিবাহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। বস্তুত, উপন্যাস সৃষ্টির জন্মলগ্নেই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি গিয়েছিল এ দুটি বিষয়ের দিকে। অতঃপর উপন্যাসের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদুটি উপাদান উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এর কারণ হয়ত এই যে, উপন্যাসের মৌল উপজীব্য নর - নারীর জীবনের সমস্যাকে তুলে ধরা এবং সেক্ষেত্রে প্রেম ও বিবাহের বিষয় স্বভাবতই এসে পড়ে। সেইজন্যই দেখা যায় যে, প্রথমাবধি প্রায় সব ঔপন্যাসিকই তাঁদের রচনায় এ দুটি বিষয়কে অবলম্বন করে কাহিনী গ্রথিত করেছেন এবং তার ভিতর দিয়ে নর - নারীর চিরন্তন সমস্যাকে উপন্যাসের মূল উপজীব্য করে তুলেছেন।

বাংলা উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীর ফসল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালেই তার জন্ম হয়েছে। এ বিষয়ে সুকুমার সেন বলেছেন - ''নভেল অর্থাৎ উপন্যাসের আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক ঘটনা। যতক্ষণ পর্যন্ত সভ্য মানুষের মন বাস্তবজীবন সম্বন্ধে বিশেষভাবে কৌতূহলী হইয়া না উঠে ততদিন উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকে না। পাশ্চাত্য দেশে যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইল - অর্থাৎ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায় অথবা প্রত্যক্ষ ও আনুমিক জ্ঞানে লব্ধ আধিভৌতিক কার্যকারণের উপর আস্থাবান হইল - তখনই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাহার অহেতুক কৌতূহলের উদয় হইল। তদনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টিও নূতন রূপ লইল, নভেলে। দেব-দেবী যক্ষ-রক্ষ রাজা-রানী ছাড়িয়া সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের অনুজ্জ্বল কাহিনীতে উৎসাহ জাগিল। টাইপ বা অতিব্যক্তির এবং হীরো বা অতিমানবের স্থান লইল

সাধারণ লোক, যে লোক বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের অথবা শ্রেণীর মুখপাত্র নয়, যে কেবল নিজেরই প্রতিনিধি।''[১] পাশ্চাত্যের প্রভাব নিয়েই আমাদের সাহিত্য দৈববনির্ভরতা অতিক্রম করে মানবজীবনকেই সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের রোমান্টিক চেতনা এবং বাংলার সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজী উপন্যাসের ফর্মকে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছে। তখন থেকেই নর - নারীর জীবনকে নূতন ভাবে উপলব্ধি করবার চেতনা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া ঔপন্যাসিকদের প্রধান অবলম্বনই হল মানবজীবন। বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্বেই নর - নারীর সুখ - দুঃখ, আশা - আকাঙ্খা, আনন্দ - বেদনা, প্রেম বিবাহ এইসব বিষয়কে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে উপন্যাস রচনা করা হয়েছে। উপন্যাস এমন একটি ফর্ম যার মাধ্যমে জীবনকে বড়ো করে দেখানো সম্ভব। কবিতায়, গল্পে, নাটকে জীবনকে বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির অভাব। কিন্তু উপন্যাসে আছে সেই ব্যাপ্তি। বাস্তবজীবনকে বড়ো আকারে তুলে ধরবার পক্ষে উপন্যাসই সবচেয়ে বেশি উপযোগী। উপন্যাসের ভেতর দিয়েই নর-নারীর জীবনকে সহজভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। নর - নারীর জীবন বিশ্লেষণের জন্যে ঔপন্যাসিককে বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ - প্রসঙ্গে বলেছেন '' উপন্যাসকার যখন তাঁর গল্প নির্বাচন করেন, চরিত্র ধ্যান করেন, চরিত্র - পরিবেশ এবং ঘটনার পরস্পর সম্পর্কের কথা কিন্তা করেন তখনই জীবন সম্বন্ধে তিনি কী বলতে চান তাও ভাবা হয়ে যায়। ... লেখক স্বভাবত সচেতনভাবে জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য স্থিরীকরণের পর উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হন না। তাঁর গল্পের এবং চরিত্রের রূপরেখার মাধ্যমে তিনি জীবন সম্বন্ধীয় বক্তব্যকে রূপময় করে তোলেন। এই রূপান্বিত বক্তব্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একজন ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু কী সে - কথার উত্তরে আমরা এই রূপান্বিত বক্তব্যের কথাই বলে থাকি।''[২] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি মন্তব্যের

উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়''উপন্যাসিকের বিষয়চেতনা অন্য শিল্পের মতো শুধু প্রকাশ চেতনা বা বৃহৎ অর্থে আঙ্গিক - সচেতনতা নয়। তদতিরিক্ত কিছু। এইখানে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পটের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়। মিলিয়ে দেখতে চাওয়াটা ঔপন্যাসিকের দেখতে চাওয়া। এই ব্যক্তি আর পরিবেশকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান কী এবং কতটুকু মিলছে এবং কী কোথায় মিলছে না। অসমন্বয়ের এই যন্ত্রণাকে ঔপন্যাসিক নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সকল প্রেমে, সকল মানুষ তার স্বরূপকে খুঁজছে। ব্যক্তিমানুষের এই সন্ধানী যাত্রায় ঘন ঘন করাঘাত সমাজ - পরিবেশের বুকের ওপরেই বাজতে থাকে। তাতে যে সুর - তরঙ্গ সৃষ্টি হয় উপন্যাসের পূর্ণরূপ নির্মাণে তার ভূমিকা অন্যতম। সে কারণে বলা যায় যে যন্ত্রণাই সমস্ত উপন্যাসের বিষয় - সে যন্ত্রণা অস্তিত্বের যন্ত্রণা।''[৩] (আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ প্রসঙ্গেও একথা প্রযোজ্য) নর - নারীর জীবনে প্রেম ও বিবাহ অত্যন্ত বাস্তব বিষয়। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ পরিবেশের দ্বন্দ্বে নর - নারীর স্বাভাবিক আকূতি প্রেম যেমন ক্ষত বিক্ষত হয় তেমনি বিবাহও সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইংরাজী উপন্যাসে প্রেমের ক্ষেত্রে, বিবাহের ক্ষেত্রে সমাজের প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা কারণ সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের প্রভাবই বেশি কাজ করে। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সমাজই প্রধান বাধা। নর - নারীর জীবনের মৌল আকর্ষণ প্রেম সামাজিকতার প্রাচীরের ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে প্রচন্ড যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়। সেই অস্তিত্বের যন্ত্রণাকেই ঔপন্যাসিক কাজে লাগিয়ে কাহিনী নির্মান করেন। জীবনকে যেমন তিনি বিশ্লেষণ করেন তেমনি সমাজ - ব্যবস্থাকেও তুলে ধরেন। বাংলা উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহকে বিষয়বস্তু করে অনেকেই উপন্যাস রচনা করেছেন। কেননা এ দুটি বিষয়কে বাদ দিয়ে নর - নারীর জীবনকে বিচার করা যায়না। প্রেমের আবির্ভাব যেমন মানবজীবনে অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় তেমনি বিবাহও জীবনের একটি স্বাভাবিক পর্যায়। (নর - নারীর পারস্পরিক হৃদয়াকর্ষণই হল প্রেম)। যুগযুগ ধরে নারী তার রূপ লাবণ্যে

পুরুষকে আকর্ষণ করে চলেছে। তেমনি নারীও পুরুষের বলবীর্য ও অন্যান্য গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। নারী - পুরুষের এই পারস্পরিক হৃদয়াকর্ষণ থেকে যে প্রেমের পদসঞ্চার তা যখন নিবিড়তা প্রাপ্ত হয় তখন সাধারণত সেই প্রেমের পথ ধরেই আসে বিবাহ। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আকৃতিই বড়ো, বিবাহের ক্ষেত্রে সমাজের প্রশ্নটি উঁচু হয়ে ওঠে। তাছাড়া আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ একটি পরিপূর্ণ সামাজিক বন্ধন। বিবাহের মধ্য দিয়ে নর - নারী সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে, দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে, পারিবারিকজীবন গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। বৈদিক মন্ত্র পাঠ, যজ্ঞ, ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি আচার সর্বস্বতার মধ্য দিয়ে নর - নারী বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে। বিবাহের পূর্বে একে অপরকে জানবার সুযোগ পর্যন্ত পায়না। তারপর বিবাহিতা নারীকে যত রকম সতীত্বের বিধান রয়েছে সবই মেনে চলতে হয়। কিন্তু প্রেম তো মুক্ত পক্ষ। বিবাহের বন্ধনে তাকে বাঁধা সবক্ষেত্রে যে সত্য হয়ে ওঠেনা তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। নর - নারীর জীবনে প্রেম বিচিত্র পথে আত্মপ্রকাশ করে। বাল্যপ্রেম, বিবাহের পূর্বে নর - নারীর প্রেম, বিবাহিত নর - নারীর দাম্পত্য প্রেম, বিধবা রমনীর প্রেম, বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীর প্রতি প্রেম এবং কামনাগন্ধবিহীন প্রেম - কতরকমের প্রেমই না লক্ষ্য করা যায়। বিবাহও তেমনি বাল্যবিবাহ, প্রেমজ বিবাহ, বহু বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ - এইরূপে সংঘটিত হয়।

পূর্বে অনূঢ়ার প্রেম আমাদের সমাজে নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু সময় এবং কালের ব্যবধানে মানুষের ধারণার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে থাকে। এক কালে যা ছিল সমাজের চোখে নিন্দনীয়, নতুন সমাজভাবনায় উদ্বোধিত হয়ে মানুষ তাকে আর তেমন নিন্দার চোখে দেখেনা। বিবাহের পূর্বে নর - নারীর প্রেম এবং তারপর প্রেমজ বিবাহ সমাজজীবনে থাকলেও বাংলা সাহিত্যে মুখ্যত তার প্রবেশাধিকার ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের ক্ষেত্রে

আদর্শকেই বড়ো ভেবেছেন। তাই নর-নারীর দাম্পত্য প্রেমই তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন নর-নারীর জীবনে বিবাহ বড়ো জিনিস নয়। বিবাহকে তিনি মনে করেছেন এক কৃত্রিম বন্ধন। মন্ত্র পড়ে বিবাহ হলেও নর-নারীর জীবনে প্রেমের বিস্তার ঘটেনি এমন দৃষ্টান্ত তাঁর উপন্যাসে সৃষ্ট পাত্র পাত্রীর জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য অমিতকে তাই বলতে পেরেছিল—"বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাইনে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। ... বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে স্ত্রী পুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে - মাঝে ফাঁক থাকেনা, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো-একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।" [৪] বিবাহিত জীবনেও যে নর-নারী প্রেম থেকে বিচ্যুত হতে পারে তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও রয়েছে। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ এরা সব বিবাহিত, শৈবলিনী বিবাহিতা কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের বৃত্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে তারা অন্য নারী ও পুরুষে আসক্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও অর্থহীন হয়ে গেছে অনেক নর-নারীর বিবাহিত জীবন। কিরণময়ী বিবাহিতা ছিল কিন্তু প্রেম তো পায়নি সে জীবনে। অচলা বিবাহিতা তবু সে প্রেম করেছে সুরেশের সঙ্গে। কাজেই বিবাহিত জীবনের মধ্যে প্রেমকে খুঁজে পাওয়া যাবে - এমন কথাও নিশ্চিত বলা যায়না। বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র তাঁদের উপন্যাসে এই পরম সত্যটিকেই যেন আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে প্রেম সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি আকর্ষণ প্রেম। তাতে বিবাহের প্রয়োজন ছিলনা। 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য ও অমিতের প্রেম বিবাহ বহির্ভূত প্রেম। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অভয়ার বিবাহিত জীবন ছিল, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য প্রেম ছিলনা। সুতরাং দেখা গেছে বিবাহের সম্পর্কের মাধ্যমে প্রেম স্থায়ী আসন লাভ পেতে পারে। বিবাহের

মধ্যে প্রেমের গ্যারান্টী নেই । এ বিষয়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন''প্রেম বিবাহের গন্ডীর মধ্যে কোনও দেশেই আবদ্ধ থাকে নাই , থাকেও না । বাঙালীর মধ্যেও ছিলনা ।''[৫]

বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই প্রেম ও বিবাহ - এ দুটি বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়েছে । বাংলা উপন্যাস যেমন কোন আকস্মিক সৃষ্টি নয় তেমনি এই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ দুটি উপাদানও আকস্মিক ভাবে আসেনি । উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ জুড়ে যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল তার পেছনে ইউরোপীয় প্রভাব কাজ করেছে । প্রেম সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারণায় পরিবর্তনের প্রবাহ তখন থেকেই বইতে শুরু করে । নব্যশিক্ষিত বাঙালি তখন ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করেছেন । শেক্সপীয়রের সনেট , নাটক থেকে বাঙালি আহরণ করেছেন নর - নারীর রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী । বাংলা কাব্যে ও নাটকে তার প্রভাব লক্ষ করা যায় । বাংলায় চিরায়ত প্রেমভাবনার মূলে আঘাত করে ইংরেজী সাহিত্যই এনে দিয়েছে নূতন জীবনবোধ । বাঙালি লেখকবৃন্দ এই নবজীবন-বোধের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছেন । এছাড়া সুবিশাল ইংরেজী সাহিত্যের শক্তিশালী কবি কীট্স , ওয়ার্ডস ওয়ার্থ , শেলী, ব্রাউনিং এর কবিতা এবং ইংরেজী উপন্যাস ও নাটক থেকে প্রেম সম্পর্কে বাঙালি পাঠক সম্যক ধারণা অর্জন করতে পেরেছেন । বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার স্পর্শপাত ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীতেই । উনবিংশ শতাব্দীতেই নবজাগরণের বোধে উদ্বোধিত বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন পুরাণের কাহিনীগুলি থেকে নারীর মুক্ত-প্রেমের চেতনা আহরণ করে লিখেছেন'বীরাঙ্গনা কাব্য' । বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এই প্রথম পৌরাণিক নারী চরিত্রগুলি তাঁদের কাঙ্খিত প্রেমাস্পদের নিকট হৃদয়ের কথা খুলে বলেছে । বাঙালি পাঠক প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য

থেকেও নর - নারীর প্রেমের কাহিনী পাঠ করেছিলেন । কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকেও রাজা দুষ্মন্ত তপোবনবালিকা শকুন্তলার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল , শকুন্তলাও দুষ্মন্তের প্রতি প্রণয়াকর্ষণে বাঁধা পড়েছিল । রামায়ণ - মহাভারতেও নর - নারীর প্রেম ও বিবাহের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে । বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের চিত্র বাঙালি মানুষ সহৃদয়তার সঙ্গে অনুভব করেছেন । তাছাড়া আরব্য রজনীর গল্প কথা , হারেম - কাহিনী এ সবের মধ্য দিয়ে বাঙালি প্রেমের বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন । তখন থেকেই নর - নারীর বর্ণময় প্রেম এবং অবৈধ প্রেমের বিস্তার এই সব কাহিনীতে ফুটে উঠেছিল । পরবর্তীকালে মধ্যযুগের মুসলমান বাঙালি কবিবৃন্দের কাব্যকথায় নর - নারীর প্রেমের অনাবিল ছবি আরও স্পষ্ট হয়েছে । দৌলতকাজীর 'লোরচন্দ্রানী' সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে নর - নারীর প্রেমের চিত্র আরও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । সেই - সঙ্গে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র লৌকিক প্রণয় - কাহিনী সজীবতর ভূমিকা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করেছে । মঙ্গলকাব্যগুলিতেও নর - নারীর বিবাহ এবং বিবাহোত্তর জীবনের ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নর-নারীর প্রেম ও বিবাহ এ দুটি বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ অবধি কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে । কিন্তু প্রেম সম্পর্কে নূতন ধারণা আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই পেয়েছি ।আধুনিক প্রেমের ধারণা সম্পূর্ণই তাঁদের অবদান । এতকাল বাঙালির বিশ্বাসের জগতে নর - নারীর দাম্পত্য প্রেমই ছিল আদর্শ । এই কারণে বিবাহের পূর্বে নর - নারীর প্রেমের চিত্র অংকন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে খুব একটা দেখা যায়না ।কেননা প্রচলিত সমাজনীতি অনুযায়ী বিবাহের পূর্বে নর - নারীর প্রেম সমাজ অনুমোদিত ছিলনা । কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের স্পর্শ পেয়ে আমরা প্রেম সম্পর্কে নতুন

ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তার ফলে নর-নারীর বিবাহের পূর্বের প্রেম এবং বিবাহোত্তর জীবনে বিবাহিতা যুবতী কিংবা বিধবার প্রেমকে সাহিত্যে রূপায়িত করার ভাবনা বাঙালি লেখকদের প্রভাবিত করে। এই ধারণা আমরা ইংরেজী সাহিত্য থেকেই পেয়েছি। কারণ ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবিকুলের প্রেম সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে আধুনিক চেতনা তখন থেকেই আমাদের সাহিত্যে বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। শেক্সপীয়র ছিলেন কবি ও নাট্যকার। তাঁর নাটকে নর-নারীর বিবাহের পূর্বে প্রেম, প্রেমজ বিবাহ এবং বিবাহজ প্রেমের চিত্র আঁকা হয়েছে। শেক্সপীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকে নায়িকা রোজালিন্ড প্রথম দর্শনেই নায়ক অরল্যান্ডোর প্রেমে পড়েছে। শেক্সপীয়রের সমগ্র সাহিত্য জুড়েই নর-নারীর এই প্রেমের বিস্তার। এই প্রভাবকে কাজে লাগিয়েই উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করার কাজ শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া ইংরেজী উপন্যাসের বিশাল ক্ষেত্র তখন নানাভাবে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার পটভূমি তৈরি করে দেয়। চরিত্র, বাস্তবতা, রূপকল্প, প্লট-গঠন এবং বিষয়বস্তু এত সব বৈশিষ্ট্য আমরা ইংরেজী সাহিত্য থেকেই পেয়েছি। প্রেম ও বিবাহকে বিষয়বস্তু করার বিষয়টিও তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। বাংলা উপন্যাসের জন্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন - ''উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা উপন্যাসের উৎপত্তি না হইবার কারণ প্রধানত তিনটি (১) পদ্যরীতি তখনও পরিণত রসগ্রাহী রূপ পায় নাই, (২) ইংরেজী নভেলের সহিত পরিচয় তখনও গাঢ় হয় নাই এবং (৩) পূর্বরাগ অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে অনূঢ়ার-প্রেম এবং অনুরাগ অর্থাৎ বিবাহিতা (বিধবা) যুবতীর প্রেম তখনও সমাজচেতনায় ধাতস্থ হয় নাই। বিবাহিতার প্রেম সম্ভব হইল বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইবার পর হইতে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম বাস্তব উপন্যাস রোমান্স নয় - 'বিষবৃক্ষ' তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। পূর্বরাগঘটিত রোমান্স্-অনূঢ়ার প্রেম-বাঙালী-জীবনে তখনও অসম্ভব ছিল, তাই ইতিহাসের দূর

পটভূমিকার আশ্রয় ছাড়া উপন্যাস লেখকের গতি ছিল না।''[৬]
ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে উপন্যাস রচনার - প্রেরণা লাভ করলেও বাংলা উপন্যাসের যথার্থ রূপ গোড়ার দিকে ছিলনা বললেই চলে। কিন্তু সেই প্রস্তুতি পর্বে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কিছু কিছু রচনাতে এ দুটি বিষয়কে (প্রেম ও বিবাহ) যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া উপন্যাসে এ দুটি বিষয়কে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করবার জন্যে বাঙালি লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টাও ছিল। এ বিষয়ে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন, ''স্ত্রী শিক্ষা এবং নারী জীবন ও মনের মুক্তি বিধায়ক আন্দোলনগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো কাহিনীতে এই কালপর্যায় বিষয়রূপে গৃহীত হয়নি। তার চেয়ে বড়ো কাজ সিদ্ধ হয়েছে, অনেক নিগূঢ় উপায়ে। নারীকে পৃথকভাবে দেখার অভ্যাস জন্মেছে। এতকাল ব্যবহৃত বিচার নীতিই ভেতরে ভেতরে বর্জিত হয়েছে। ক্রমে পুরুষ লেখকদের কল্পনা - রহস্যানুসন্ধান নারীকে কেন্দ্র করে বিচিত্ররূপে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। ইংরেজি সাহিত্য পাঠ, সংস্কৃত সাহিত্যের বড়ো লেখকদের সঙ্গে পরিচয়, এমন-কি আরব্য রজনীর হারেম - কাহিনীগুলির প্রভাব সমকালীন সমাজবোধের সহায়ক হয়েছে, মধ্যযুগীয় পরিবার - সর্বস্বতা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে, নারীর চরিত্র মহিমা, কৃচিৎ তার অবৈধ হৃদয়াকর্ষণ একটি বর্ণাঢ্য বাতাবরণ তৈরি করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কাহিনীধৃত এই রমণীরা সমকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লেখকদের ধ্যান ও কল্পনার সম্পদ। তারা যুগোচিত ভাবনার উপাদানে তৈরি। বস্তুলোকের ভিত্তি প্রায়ই অতি শিথিল। নীতির প্রশ্নে যে-বাধা তাও অনেকটা মধ্য-ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ ও বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত আদর্শে জাত। পুরুষ চরিত্রের স্খলন বা তার সম্ভাবনা এবং কখনো তার শাস্তি বা কখনো আদর্শবাদে উত্তরণ প্রথম পর্যায় থেকেই আমাদের উপন্যাসে মুদ্রিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পাপ নারীঘটিত। নারী নিজের বৈশিষ্ট্য এবং সংশ্লিষ্ট পুরুষদের জীবন-কেন্দ্রের শক্তিরূপে বাংলা উপন্যাসে যে ভূমিকা লাভ করেছে তাও তার জন্ম-চিহ্ন - তা কাটাতে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সবই কালের বিধান।

কতকটা জাতীয় বিধান কিনা তাও ভাববার । যে-দেশ আদ্যাশক্তি কালীর, নারী দেবতার আরাধনায় যার গোটা মধ্যযুগ কেটেছে, যে ভূ-খন্ডে পূর্ণ শক্তি রূপ ছাড়া কৃষ্ণ নেই, এবং নারী-কেন্দ্রিক পরিবার জীবনই যার শত শত বৎসর ধরে বাস্তবভূমি - নবযুগেও যার-জীবন বৃহৎ সমুদ্রে, দূর দেশে, রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতায়, অর্থনৈতিক উৎপাদন ভিতে প্রবেশ পেল না, তার পক্ষে জাতির ঐ প্রাচীন সঞ্চয়কে নতুন যুগে উত্তীর্ণ করে দেওয়া ছাড়া গতি কি ছিল ?''[৭] এই কারণেই নবযুগের সাহিত্যকর্ম হিসাবে বাংলা উপন্যাসে নারীর কামনা-বাসনা, প্রেম, প্রেমজ বিবাহ এবং বিবাহজ প্রেমকে বিষয়বস্তু করে উপন্যাস সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই নর-নারীর প্রেম ও বিবাহকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে । ইউরোপীয় উপন্যাসে যা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বাংলা উপন্যাসেও প্রথম থেকেই তার আবির্ভাব ঘটেছে । তবে বাংলাদেশের জল-মাটি-হাওয়ায় নর-নারীর প্রেম ও বিবাহের বিষয়টি বিচার্য হয়েছে ।

ইউরোপীয় উপন্যাসে নর-নারীর প্রেম ও বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু শুধুমাত্র ইউরোপীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে সম্ভবত একথা প্রযোজ্য । অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন থেকেই ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের রচনায় প্রেম ও বিবাহকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে গণ্য করেছেন এবং এ দুটি বিষয়কে ভিত্তি করে কাহিনীর জাল বুনেছেন । বাংলা উপন্যাসের সূচনাকাল থেকেই ঘটনা, চরিত্র সৃষ্টি, সমাজ পরিবেশ, পারিবারিক জীবন কিংবা ইতিহাসের বর্ণময় কাহিনী যাই চিত্রিত হোক না কেন মানব - মানবীর জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে । কারণ উপন্যাস জীবনের কোনো খন্ডিত দিককে তুলে ধরে না, জীবনের একটা সামগ্রিক রূপের পরিচয়ই তাতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় । প্রেম ও বিবাহ নর-নারীর জীবনের মৌল সমস্যা । কাজেই উপন্যাস সৃষ্টির সময় থেকেই এই মৌল সমস্যা দুটির দিকে প্রায় প্রত্যেক ঔপন্যাসিকেরই দৃষ্টি

পড়েছে । তাই প্রেম ও বিবাহকে বাদ দিয়ে নর - নারীর জীবনের দিকটি চিত্রিত করার কথা প্রায় প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই ভাবতে পারেন নি । নর - নারীর জীবনে প্রেমের আবির্ভাবকে যেমন তাঁরা স্বাভাবিক বলে মনে করেছেন , তেমনি প্রেমের বিকাশ ক্ষেত্র হিসেবে প্রেমজ বিবাহ এবং বিবাহিত জীবনকেও মর্যাদার চোখে দেখেছেন । কিন্তু সামাজিক জীবনে প্রেম সর্বদাই নির্বাধ হবে এমন কথাও তাঁরা ভাবতে পারেন নি । নর - নারীর প্রেমের ক্ষেত্রে এসেছে নানা সমস্যা । সে সমস্যা কখনো হৃদয়ের , কখনো সামাজিক বাধা , কখনো ধর্মীয় প্রাচীর । পুরুষ বা নারী সর্বদাই একই অবলম্বনে হৃদয়ের সমর্থন খুঁজে পাবে এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি । এই কারণে প্রেমের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । বিবাহও তেমনি সবক্ষেত্রে প্রেমের বিকাশক্ষেত্র খুঁজে পায়নি । এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে নর - নারী বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে , কিন্তু বিবাহিত জীবনে প্রেমের কুসুম শুকিয়ে গেছে । বিবাহ হয়েছে যার সাথে প্রেম সেখানে বিকশিত হতে পারেনি । আমাদের সমাজ জীবনে কত প্রতিকূলতা ! কত নিষেধের প্রাচীর ! প্রেম বুভুক্ষু নর - নারী সেই প্রাচীরের ভেতরে অন্তর্বেদনা নিয়ে হাহাকার করেছে । এই প্রতিকূলতা , এই নিষেধের প্রাচীর অতিক্রম করবার শক্তি যদি দুর্বল হয় তবে প্রেম সার্থক হতে পারে না , নর- নারী বিবাহিত জীবনে পৌঁছুতে পারে না । আবার বিবাহিত জীবনেও শান্তি যখন বিঘ্নিত হয় , বঞ্চনার আগুনে নারী বেদনা হত হয় তখনও প্রেমের বিকাশ বাধা হত হয় । কোনো কোনো ঔপন্যাসিক সমাজ বাঁধনকেই মেনে চলেন , আবার কেউ কেউ সেই সমাজ বাঁধন ছিঁড়ে নর - নারীকে টেনে আনেন প্রেমের মুক্ত অঙ্গনে । বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব থেকে এই একই লক্ষণ বারে বারে স্পষ্ট হয়েছে । ঔপন্যাসিকগণ বিশেষ বিশেষ সমাজ পরিবেশ থেকে উপন্যাসের উপাদান আহরণ করেন । কেউ দেখেন সমাজকে , কেউ দেখেন নর - নারীর হৃদয়ের দিককে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যেখানে সমাজ জয়ী হয়েছে সেখানে নর - নারীর

হৃদয়ের ধর্ম পরাজিত হয়েছে। আর যেখানে হৃদয় ধর্মের প্রবল বেগ সেখানে সমাজের বাঁধন তুচ্ছ হয়ে গেছে। সমস্ত সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নর-নারী প্রেমের পথে অগ্রসর হয়েছে এবং এমন কি বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হয়েছে। প্রথাগত বিবাহ সবক্ষেত্রে যে এসেছে তা বলা যায় না। কারণ এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে চিরায়ত সংস্কার মেনে মন্ত্র পড়ে বিবাহ হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন বাদেই বিবাহের বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে। বিবাহিত জীবনের প্রেমের বিকাশ ঘটেনি। বিবাহের বন্ধন সেক্ষেত্রে নর-নারীর হৃদয়কে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারেনি। ফলে এক অবলম্বন ছেড়ে বাধ্য হয়েই নারী অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে নিজেকে বেঁধেছে। সেক্ষেত্রে মন্ত্র পড়ে বিবাহ না হলেও তাতে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য এই বিশেষ দিকগুলি বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্বে লক্ষিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তনের সময় থেকে প্রেম ও বিবাহের বিষয়টি এবং এ দুটিকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা আলোচনা করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

বাংলা উপন্যাসের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টার পর্যায়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রমথনাথ শর্মা), মিসেস হ্যানা ক্যাথারীন ম্যুলেন্স, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর, কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য, লাল বিহারী দে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, গোপীমোহন ঘোষ প্রমুখ যে কাহিনী গ্রন্থ লিখেছেন তা সব দিক বিচারে পুরোপুরি উপন্যাস না হয়ে উঠলেও প্রেম ও বিবাহ সমস্যার কিছু কিছু চিত্র তাতে ফুটে উঠেছে। এই সমস্যার জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তনের সময়ে তাঁর রচিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রেম ও বিবাহ সমস্যার এক অনবদ্য চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' ও 'নববিবিবিলাস' (১৮২৩ খ্রী:) এ নর-নারীর বিবাহিত জীবনের পরিচয় যেমন

আছে তেমনি আছে অবৈধ প্রেমের প্রকাশ । বিবাহজ প্রেমের বিস্তার তাতে সামান্য পরিমাণেও নেই । বিবাহিত জীবনে নর - নারীর চারিত্রিক অধঃপতনে প্রেম সেখানে সমস্যা কন্টকিত । ম্যলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' (১৮৫২ খ্রী:) বিবাহের চিত্র এবং বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে । কিন্তু প্রেমের প্রকাশ তাতে খুব সামান্যই আছে । বিবাহের প্রসঙ্গ যা আছে তার মধ্য দিয়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচারিত রীতিনীতির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে । কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের' দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৮ খ্রী:) কাহিনীতে প্রেম এবং বিবাহ এ দুটি বিষয়ই দেখানো হয়েছে । মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের' সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫১ - ৬০ খ্রী:) এ বাল্য বিবাহ এবং বালবিধবার পুনর্বিবাহকে বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত করা হয়েছে । গোপীমোহন ঘোষের' বিজয় বল্লভ' (১৮৬০ খ্রী:) গ্রন্থের কাহিনী রূপকথার আদলে নির্মান করা হলেও নায়ক বিজয়বল্লভের সঙ্গে নায়িকা চম্পকলতার প্রেম ও বিবাহই বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে ।

বাংলা উপন্যাসের শুরুতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭ খ্রী:) উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে ।'সফল স্বপ্ন' ও'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এই দুটি কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থ । এ বিষয়ে বিজিতকুমার দত্ত বলেছেন - ''সফল স্বপ্ন গল্পটির উৎস কন্টারের The Traveller's Dream , এটি একটি তুচ্ছ রচনা । এর সাহিত্য মূল্য কিছুই নেই । ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবে বৈচিত্র্যও নেই ।

'সফল স্বপ্নে'র এ ত্রুটি বিচ্যুতি কিন্তু অঙ্গুরীয় বিনিময়ে লক্ষিত হয়না । অঙ্গুরীয় বিনিময় আকারে ছোটো তবে উপন্যাসের পূর্ণতা আছে । ভূদেব বলছেন তিনি এই কাহিনীটিও রোমান্স অব হিস্টরি - ইন্ডিয়া থেকে নিয়েছেন। কিছু কিছু বিষয়ে ভূদেব কন্টারের কাছে ঋণী । কন্টারের গল্পটির নাম The Mahratta Chief . সফল স্বপ্নে যেমন ইতিবৃত্তের ঋণ ভারস্বরূপ ,

অঙ্গুরীয় বিনিময়ে তেমনি এ ঋণ সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিতে রূপান্তরিত।''[৮] সমালোচনা যাই হোক না কেন 'সফল স্বপ্নে' এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির ভাগ্য-পরিবর্তনের ইতিহাস, রাজকন্যার সঙ্গে তার প্রণয় ও বিবাহকেই কাহিনীর বিষয়বস্তু করা হয়েছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' প্রেম ও বিবাহ দুটি বিষয়ই আশ্চর্য সহানুভূতিতে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র দ্বিতীয় আখ্যান হিসেবে'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র কাহিনীর ক্রমবিকাশ এবং পরিণতি বাংলা উপন্যাসের পুষ্টিসাধনে অসাধারণ অবদান রেখেছে। লেখক শিবাজী ও রোসিনারার প্রেমকেই বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -''গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ আকর্ষণ - রোসিনারার গিরি সংকটে অপহরণ, শিবাজী - রোসিনারার প্রণয় সঞ্চার, দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় অবস্থান-কালে শিবাজীর তাঁহার নিকট বিবাহ - প্রস্তাব ও রোসিনারার মহৎ আত্ম-বিসর্জনের প্রেরণায় এই প্রেমের প্রত্যাখ্যান - এই সমস্ত আবেগ প্রবণ ও গৌরবময় দৃশ্য লেখকের কল্পনা উদ্ভাবিত।''[৯] এ বিষয়ে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন -''এভাবে মুক্ত প্রেম এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাংলা উপন্যাসে সদর্পে প্রবেশ করল ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী আদর্শকে আঘাত করে, শিবাজীর মতো দেশপূজ্য নেতাকে কামনা রেখিত মানবতার নবজন্মে নামিয়ে এনে। য়ুরোপীয় সংসর্গের এটি প্রধান ফল যা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগকে গৌরবান্বিত করেছিল এবং দীর্ঘদিন আমাদের উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল।''[১০]

১৮৫৯ খ্রী: প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' উপন্যাস নয় ব্যঙ্গ চিত্র। তবু উপন্যাসের কিছু লক্ষণ তাতে প্রকাশিত। বিধবা বিবাহের প্রতি লেখকের আক্রমণ এই গ্রন্থে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রী:) ব্যতীত প্যারীচাঁদের অন্য কোন রচনায় উপন্যাসের সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠেনি।'আলালের ঘরের দুলালে' প্যারীচাঁদ সমসাময়িক কালের কিছু পূর্বের বাংলাদেশের সমাজ জীবন,

নর - নারীর জীবনাচরণ , বিবাহ , বিবাহকে ঘিরে সমস্যা , প্রেমহীন দাম্পত্য, শঠতা , প্রতারণা সব মিলে একটা কালের নিখুঁত সমাজচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। নর - নারীর বিবাহের প্রসঙ্গ থাকলেও বিবাহজ প্রেমের কোনো প্রকাশ 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে নেই । উপন্যাসে নায়ক মতিলালের অপদার্থতায় বিবাহিত জীবনে তার পত্নীর মুখ বিনষ্ট হয়েছে । অধঃপতনের নিম্নস্তরে নেমে মতিলাল স্ত্রীর দিকে একটুকু দৃষ্টি দেয়নি । বঞ্চিতা স্ত্রী দুঃখে বেদনায় দিন কাটিয়েছে । 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রেমহীন দাম্পত্যের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে । বাল্যবিবাহের সমস্যা এবং বিধবা নারীর অন্তর্গত বেদনার চিত্রও তাতে উপস্থাপিত হয়েছে । কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহতায় পুরুষের বহু বিবাহ এবং তার ফলে নারীজীবনে যে বঞ্চনা নেমে এসেছিল তার চিত্ররূপ হয়ে আছে এই উপন্যাস । প্রেম বুভুক্ষু নারী স্বামীর কাছ থেকে প্রেম প্রার্থনা করেও যে ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই দিকটি প্রথম যুগের উপন্যাসে এই ভাবে ফুটে উঠেছে । সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর জান ভেদ করে বালবিধবার আর্তক্রন্দন ধ্বনি নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবোধের বিকাশের পথকে খুলে দিয়েছে । পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে তার প্রভাব প্রখর হয়ে উঠেছে ।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক রূপকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।তাঁর হাতেই বাংলা উপন্যাস যথার্থ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রেম ও বিবাহ এ দুটি বিষয়কে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে কাহিনী নির্মান করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই ইউরোপীয় উপন্যাসের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেশি বেশি করে পড়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের উপন্যাস পড়েছেন । ডিকেন্সের উপন্যাসও তাঁর চেতনায় ছিল । অনেকে মনে করেন ইংরেজী উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার প্রেরণা লাভ করেছেন । কিন্তু ইংরেজী উপন্যাস কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে ।

North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur
132208 17 AUG 2000

সেখান থেকে আদর্শবোধকে তিনি সরাসরি গ্রহণ করেন নি । আরব্য রজনীর কাহিনী, আরব্য উপন্যাস , পারস্য উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে । ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' তিনি পড়েছেন । ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এর কাহিনীর সঙ্গে কল্পনার সমাবেশ বঙ্কিমকে অভিভূত করেছে । তাই ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র শিবাজীর সঙ্গে রোসিনারার প্রণয় এবং আদর্শের জন্যে নায়িকা রোসিনারার স্বেচ্ছামৃত্যু সৃষ্টির প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী'র আয়েষার রূপকল্পনায় লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেমের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে বিশেষত নাট্যকার শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে । শেক্সপীয়র উপন্যাস লেখেন নি , কিন্তু তাঁর নাটকে নর - নারীর প্রেমের যে বিস্তার তিনি দেখিয়েছেন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের জগৎ নির্মাণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন । তাছাড়া ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' , চন্ডীমঙ্গল , বৈষ্ণব কবিতা , রূপকথা , লোক প্রচলিত কাহিনী , আরব্য রজনী এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' থেকে প্রাপ্ত নর - নারীর প্রেমের নানা চিত্র তাঁকে প্রভাবিত করেছে । এর সাথে মিশেছে বাংলাদেশের সমাজ পরিবেশ । সমগ্র বঙ্কিম - উপন্যাস জুড়ে নর - নারীর প্রেমের বিস্তার । তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রাজমোহনস ওয়াইফ' (১৮৬৪ খ্রী:) ইংরেজীতে লেখা হলেও সেই প্রথম উপন্যাস থেকে নর - নারীর প্রণয় তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে । কিন্তু উপন্যাস রচনার শুরু থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈধতার প্রশ্ন তুলেছেন । তাই 'রাজমোহনস ওয়াইফ' এ নর - নারীর বিবাহিত জীবনের বাইরে অবৈধ প্রেমের চিত্র অংকন করে নীতি এবং আদর্শের বিচারে এই প্রেমকে তিনি নিন্দনীয় বলে মনে করেছেন ।

'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'সীতারাম' পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নর - নারীর প্রেম ও বিবাহকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে কাহিনী তৈরী করা হয়েছে । 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই তিনি নারীর প্রেমার্তিকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত

করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীতে প্রেম এবং বিবাহ দুই চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'তে বিবাহ আছে, কিন্তু প্রেমের প্রতিষ্ঠা নেই। 'মৃণালিনী'তে প্রেমের জন্য, বিবাহের জন্য কি আকুলতাই না নর-নারীর জীবনকে ঘিরে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। 'বিষবৃক্ষে', 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিবাহ আছে কিন্তু দাম্পত্য প্রেম বেদনাহত, 'চন্দ্রশেখরে'ও সেই একই ছবি। 'রাজসিংহে' সামাজিক সত্তার সঙ্গে নর-নারীর প্রেমের আপোষ ঘটেছে। 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী', 'সীতারামে' বিবাহিত নর-নারীর জীবনে সাধনা বড় হতে পারেনি। বিবাহিত জীবন, দাম্পত্য প্রেমের আকর্ষণই নর-নারীকে গৃহজীবনের দিকে ফিরিয়ে আনার পরিবেশ তৈরী করেছে। সমগ্র বঙ্কিম উপন্যাস সাহিত্যে প্রেম ও বিবাহ - এ দুটি বিষয়কেই বারে বারে দেখানো হয়েছে। নর- নারীর জীবনের স্বাভাবিক আকুতি হিসেবে তিনি প্রেমের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। বিবাহের পূর্বেও নর-নারীর মধ্যে প্রেমের উন্মেষ এবং পারস্পরিক আকর্ষণকে তিনি স্বাভাবিক বলে মনে করেছেন। তাই 'রজনী'তে রজনীর শচীন্দ্রর প্রতি প্রেম, শচীন্দ্রর রজনীর প্রতি হৃদয়াকর্ষণ, অমরনাথের রজনী প্রেম এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র জগৎসিংহের প্রতি তিলোত্তমার প্রেম; 'রাজসিংহে' রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর প্রেমের চিত্র তিনি অংকন করেছেন। বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য অংকনের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রেখেও বঙ্কিমচন্দ্র পারেন নি দাম্পত্য প্রেমকে অক্ষত রাখতে। তাই 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি অবৈধ প্রেমের অসহ্যায় দাম্পত্য প্রেমকে অবজ্ঞা করেছিল। গোবিন্দলালেরও একই পরিণতি। ভ্রমরকে অবহেলা করে সে বিধবা রোহিণীকে নিয়ে মজেছে। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনী স্বামী চন্দ্রশেখরের সংসার ছেড়ে প্রেমিক প্রতাপের সঙ্গে প্রেম করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন - ''সেক্সপিয়র । ইংরেজী সাহিত্য । আলিফ্‌লায়লা । বেন্থাম - মিল । মুসলমান যুগের ইতিহাস । বিধবা বিবাহ আইন । বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলন । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র । বাঙালিয়ানা। জাতীয়তাবোধ ও ইংরেজ - বিরোধিতা । নব্যহিন্দু ধর্ম । মহাভারত ও গীতা । এবং শেক্সপিয়র ।

প্রধানত এই উপাদানগুলির নানাভাব ও বিচিত্র অনুপাতের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল বঙ্কিমের মন , যা উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিল ।

* * * * * *

যে সমস্ত বিষয় ও ভাবনা , ভাবাদর্শ ও মনীষা বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী মন গড়ে তুলেছিল তা সবই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নবজাগরণের সম্পদ । ক্লাসিক সাহিত্য ও বিরাট ঐতিহ্য থেকে যা এসেছিল তা-ও এই কালের পাত্রেই পান করেছিলেন তিনি ।''[১১]

বঙ্কিমচন্দ্রই শুধু নন বঙ্কিম সমসাময়িক লেখকবৃন্দও তাঁদের উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহকে অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন । এই কারণে বঙ্কিমানুসারী রমেশচন্দ্র দত্ত'বঙ্গ বিজেতা' 'মাধবী কঙ্কন' ,'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ,'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ,'সংসার' ও'সমাজ ' উপন্যাসে কাহিনী ও পাত্র পাত্রীর জীবন আহরণে কখনও ইতিহাসের দিকে তাকিয়েছেন আবার কখনও সমাজ জীবন থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছেন । এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,'কল্পতরু' উপন্যাসের লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় , দামোদর মুখোপাধ্যায় , রবীন্দ্র অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী , হরপ্রসাদ শাস্ত্রী , শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার , যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু , ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপন্যাসিকের উপন্যাসেও নর- নারীর

প্রেম ও বিবাহের সমস্যাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায় যে বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায় থেকেই প্রেম ও বিবাহকে অনেকেই বিষয়বস্তু হিসাবে উপজীব্য করে তুলেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন - ''বিনোদ বিহারী গোস্বামী প্রণীত পূর্ণশশী (১৮৭৫) কাশ্মীরের রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহের আখ্যান। ললিত মোহন ঘোষ প্রণীত 'অচলবাসিনী' (১৮৭৫) একজন হিন্দু দুর্গাধ্যক্ষের সহিত একটি মুসলমান মহিলার বিবাহ বর্ণনা। ...রাখালদাস গাঙ্গুলীর 'পাষাণময়ী'' (১৮৭১) আলিবর্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে বর্গী আক্রমণের বর্ণনার সহিত মিশ্রিত প্রেম - কাহিনী। ... হেমচন্দ্র বসু প্রণীত' মিলন - কানন' (১৮৮২) সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটি প্রেমাভিনয়ের বর্ণনা-।'' [১২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে ঔপন্যাসিকগণ এ দুটি বিষয়কে উপজীব্য করে নর - নারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে কাহিনীর জাল বুনেছেন। এ বিষয়ে বিজিত কুমার দত্ত বলেছেন - ''উপন্যাসে প্রেম অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসেও প্রেমের উপাখ্যানের প্রাচুর্য। রাজা - রাজড়ার প্রেমোপাখ্যানে রাজকীয় সমাবেশের মধ্যে যে কটি লক্ষণ দেখি তার মধ্যে বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই নেই। অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রার প্রেম হয়তো ঔপন্যাসিকদের আদর্শ ছিল। স্কটের উপন্যাসের নায়ক - নায়িকাদের আদর্শ তো ছিলই। রাজা বাদশা কোনো সাধারণ নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে রাজকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন কিংবা নারী যে বীরভোগ্যা এটি প্রমাণ করবার জন্যে (Eternal traingle) দ্বন্দ্বও অনেকগুলি উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। এই ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব স্বভাবতই বহিরঙ্গ। বাধাবিপত্তি বাইরে থেকেই এসেছে। প্রণয়ীর ক্রোধ, জিঘাংসা, ক্রূরতা উপন্যাসগুলিতে বিস্তৃত হয়েছে। ইতিহাসের তথ্য যাই হোক অনেক রাজ্য পতনের জন্যে লেখকেরা দায়ী করেছেন প্রেমের অস্বাভাবিক পরিণতিকে। ...

... সীতারাম বীর, যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক। কিন্তু এই সকল গুণই পদ্ম-পত্রে জলের মতো ক্ষণস্থায়ী হয়েছে সীতারামের প্রবল ভাবাবেগের কাছে। অপ্রাপনীয়া স্ত্রীকে করায়ত্ত করবার জন্যে সীতারাম রাজকার্য ভুলেছিলেন, যতবার স্ত্রী তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে ততবার সীতারামের তৃষ্ণা উদ্দীপ্ত হয়েছে। এক চক্ষু হরিণের মতো সীতারামের লক্ষ্য কেবল স্ত্রীর উপর ন্যস্ত ছিল। সেজন্য রাজ্য স্থাপনের মহতী আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। মনে হয় সীতারামের এই পতন বাঙালিকে খুব একটা নাড়া দিয়েছিল। দেশোদ্ধার ব্রতে, স্বদেশচর্চায় নারীপ্রেমের স্থান গৌণ এইটিই তখনকার শিক্ষা। যা গৌণ তাকে মুখ্যরূপে বিবেচনা করার জন্যেই সীতারামের রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিক্ষা অন্যান্য ঔপন্যাসিকেরা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এঁদের উপন্যাসগুলিতে রাজ্যের পতনের কারণ দেখি নারীপ্রেম। নিষ্কাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে যে-কোনো মহৎ আকাঙ্ক্ষার ধ্বংস অনিবার্য। প্রেমের একটা ধ্রুব আদর্শ আমাদের লেখকদের সামনে ছিল। তার বিচ্যুতি যেখানে ঘটবে সেখানেই আলোড়ন অবশ্যম্ভাবী। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে প্রণয়ীর চিত্ত 'পতঙ্গবৎ বহিঃ মুখং বিবিক্ষু'। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে প্রেম - উপাখ্যানেরও এইটি ধুয়া। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালাপাহাড়ের সর্বনাশা নীতির মূলে নারীর প্রেম। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে রাজার পাহাড়ীদের আশ্রিত নারীর জন্যে লালসা রাজ্যপতনের কারণ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের করুণা, অসীম, ধ্রুবা, ময়ূর - এই সমস্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রেমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রেম যে অন্ধ, সে যে মানুষকে কর্তব্যচ্যুত করে রাখালদাসের বর্ণনায় তারই পরিচয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কাঞ্চনমালা'য় নারীর প্রেমের বিকৃত রূপ চিত্রিত করেছেন। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। যাঁরা সে যুগে কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁদের উপন্যাসের লক্ষণগুলি থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি প্রেম-সর্বস্ব। এবং এই প্রেমের

আবর্তে রাষ্ট্রযন্ত্র বিঘূর্ণিত। ত্রিকোণ প্রেমের আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো পুরুষের প্রতি দুটি নারীর আসক্তি যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে একটি নারী সহজ, সরল। অপর জন জটিল, ক্রূর এবং স্বার্থপর। দুটি নারীর প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বমুখর চিত্র এবং ঈর্ষাক্ষুব্ধ মানসিকতাকে স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক বৃন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা - তিলোত্তমার প্রতিরূপও পাই অনেকগুলি উপন্যাসে। ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে নয়, অনেক সময়েই ঐতিহাসিকতাকে অগ্রাহ্য করে এই-সব প্রেমকাহিনী বিস্তৃত অংশ জুড়েছে। এমন কি রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কণে'ও একই পন্থা অনুসৃত হতে দেখি। আসলে ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে সূত্র রূপে ধরে ঔপন্যাসিকেরা এই সমস্ত প্রেমকাহিনীকেই আশ্রয় করেছিলেন বেশি। এমন-কি সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লেখা চিত্ত বিনোদিনী, ঝাঁসীর রানী, বিজয়, অমর সিংহ ইত্যাদি উপন্যাসে প্রেমকাহিনী বাদ যায়নি।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও প্রেম ও বিবাহ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। প্রেম ও বিবাহের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বহু প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ''প্রিয়া গৃহিনীতে পরিবর্তিত হলে প্রেমের পূর্বতন রূপটি অব্যাহত থাকে কিনা? কারণ প্রণয়িনী ও গৃহিনীর ভূমিকা স্বতন্ত্র। গৃহলক্ষ্মীকে বিবাহের মন্ত্রে বরণ করতে হয়, বিবাহ ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক। কিন্তু প্রেম মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি, তাকে বিশেষ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায়না।''[১৪] রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছে। ''ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে সঞ্চার করেছেন এক নতুন আত্মবিশ্বাস, এক নতুন শিল্প চেতনা, যার ফলে রিয়ালিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে যায়।''[১৫] সমরেশ মজুমদার বলেছেন ''রবীন্দ্রনাথের পর্যকালের উপন্যাস প্রাক্তন উপন্যাসের পটভূমির মধ্য থেকে আগত আধুনিকতার পদধ্বনি শোনাতে পেরেছে।''[১৬] আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর জীবনের প্রেম ও বিবাহের

সমস্যা তুলে ধরেছেন। সংস্কারমুক্ত মানসিকতা নিয়ে তিনি প্রেমকে বি
করেছেন। বিধবার প্রণয় বাসনা দিয়ে শুরু হয়েছে তার প্রথম উপন্যাস '
'চোখের বালি'তে সেই প্রেমকে তিনি কামনার আগুনে দগ্ধ করেন নি বা
ত্যাগের শক্তিতে মহান করে তুলেছেন। তবে সমাজ দেহে অবস্থান করে
নিজে সামাজিক সংস্কার অতিক্রমের চেষ্টা করে গেলেও নর-নারীর দা
প্রেমের আদর্শ এবং বিবাহের প্রতি নর-নারীর অন্ধ আনুগত্যকেও অস্বীকা
পারেননি।'নৌকাডুবি'র ঘটনা প্রবাহ বিবাহিত নর-নারীকে যেভাবে
দিয়েছে তা স্বামীর সম্পর্কের নিত্যতা নিয়ে হিন্দু নারীর সংস্কারকেই
প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে বিবাহ শাস্ত্র অনুযায়ী হলেও তা যে দাম্
বিকাশ না ঘটিয়ে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটাতে পারে তারও চিত্র তিনিই অংক
'যোগাযোগ' উপন্যাসে। ধর্মবন্ধন মুক্ত প্রেমকে তিনি বিবাহের মাধ্যমে
করেছেন'গোরা' উপন্যাসে। নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে নানান পরীক্ষা-
রবীন্দ্র উপন্যাসে বারে বারে ধরা দিয়েছে। 'ঘরে বাইরে','মালঞ্চ',
প্রেমের ক্ষেত্রে বিবাহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দাম্পত্য প্রেমের জগতে যে আলে
তুলেছে তার দ্বারা প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্
প্রকাশ পেয়েছে। 'চতুরঙ্গ' ,'চার অধ্যায়''শেষের কবিতা'র বিষয়বস্তু
নারীর প্রেম নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার্য হয়েছে। সব মিলে রবীন্দ্র উপন্য
প্রেম ও বিবাহ সমস্যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক নূতন দিগন্ত উন্
করেছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও প্রেম ও বিবাহ কে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্নের উ
খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে ড: ব্রজদুলাল চক্রবর্তী বলেছে
''প্রেম এবং বিবাহ দুইয়ের প্রকৃতিই ভিন্ন, -প্রেম উপলব্ধি সাপেক্ষ এবং
নিতান্ত একটা বাহ্যিক লোকাচার, নর-নারী হৃদয় দিয়া তাহাকে যদি
লইলে জীবনে ইহা অর্থহীন প্রহসন রূপে পরিত্যক্ত হয়। এই বোধ শ

কয়েকটি নারী চরিত্রে দৃঢ়তার সহিত পালিত হইয়াছে।''[১৭] সমাজের দৃষ্টিতে যে প্রেম নিষিদ্ধ সেই প্রেমের জগৎ থেকে তিনি মাধুর্য আহরণ করেছেন, দেখিয়েছেন যথার্থ প্রেম কখনও ছোটো হতে পারেনা। শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন নারীর প্রেমের ওপর সামাজিক অত্যাচার ও অনুশাসন চাপিয়ে নারীকে কিভাবে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। 'পল্লী সমাজের' রমা 'শ্রীকান্তে'র অন্নদা দিদি, অভয়া, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী, কিরণময়ীর নারীত্ব সমাজের আঘাতে দুঃসহ বেদনার সম্মুখীন হয়েছে। শরৎচন্দ্র সহানুভূতির সঙ্গে তাদের অন্তরের কামনা বাসনাকে বিচার করেছেন। সতীত্ব রক্ষার জন্যে এরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমাজ এদের কিছুই দেয়নি। শরৎ সাহিত্যে নারীর প্রেম সম্পর্কে অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন''শরৎ সাহিত্যে নারীর এই তথাকথিত নিষিদ্ধ ভালোবাসা, কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন বিধবার ভালোবাসা, বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি ভালোবাসা এবং পতিতার ভালোবাসা। আজ বিধবার ভালোবাসা সমাজের মধ্যে কোনো বড় সমস্যা নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সময়ে এই ভালোবাসা নিষিদ্ধ ছিল, আইনের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু দেশাচারের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ।''[১৮] বঙ্কিমচন্দ্র দেশাচার এবং ধর্মনীতির উপর জোর দিতে গিয়ে নর-নারীর হৃদয়ের দিকটিকে উপেক্ষা করেছিলেন। সমাজনীতির মাপকাঠিতে তিনি বিধবার প্রেমের সমস্যাকে বিচার করেছেন। এই কারণে তিনি বিধবার পুনর্বিবাহকে আন্তরিক সমর্থন জানাতে পারেননি। শুধুমাত্র বিধবা বিবাহই নয় বিধবা নারীর প্রেমের অভিমানকে তিনি নীতিভ্রষ্টতা বলেই মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে নীতির প্রশ্ন তোলেন নি। তাই বিনোদিনীর বঞ্চিত জীবনের বেদনাকে তার অসীম ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হয়ে নারীর প্রেমের দুরন্ত অভিমানের মধ্য দিয়ে দেশাচার ও সমাজবিধির মূলে চরম আঘাত হেনেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, শরৎচন্দ্রের

সাবিত্রী , কিরণময়ী ও বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী , রোহিনী সকলেই নিষিদ্ধ প্রেমের পথে অগ্রসর হয়েছে । সমাজশক্তির নিষ্ঠুর আঘাত তাদের সকলের ওপরেই নেমে এসেছিল । তবুও তিন ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি জনিত পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় । রোহিনী কুন্দনন্দিনীর চেয়ে বিনোদিনীর প্রেমের প্রকাশে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ অনেক শানিত । শরৎচন্দ্র এসে দুঃখের দুঃসহ দহনে তা যেন প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী , 'শ্রীকান্তে'র অভয়া এবং 'শেষ প্রশ্নের' কমলের ভূমিকায় তারই প্রমাণ মেলে । শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস বিচার করলে দেখা যায়'বড়দিদি' থেকে' বিপ্রদাস' পর্যন্ত যেন নারীর প্রেমের অভিযাত্রা ঘটেছে । বাল্যপ্রেম , দাম্পত্য প্রেম , সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম , বিধবার প্রেম , পতিতার প্রেম এবং ত্যাগের আদর্শে উদ্ভাষিত প্রেম - প্রেমের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশই ছড়িয়ে আছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে । শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন বিবাহ প্রেমের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব এনে দিতে পারেনা । তাঁর উপন্যাসে যন্ত্র পড়ে বিবাহ হয়েছে অনেক নর - নারীর । কিন্তু সেই বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাম্পত্য প্রেমের জগৎকে ভেঙে তছনছ করেছে । নর - নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং প্রেমের ক্ষেত্রেও স্থায়িত্বকেই তিনি বড় করে দেখেছেন । তিনি দেখিয়েছেন মানব - মানবীর জীবনে যেমন দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য আছে তেমনি প্রেমবিহীন কঠিন দাম্পত্যের চিত্রও আছে । শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস জুড়েই প্রেম ও বিবাহের সমস্যার দীর্ঘ পরিচয় ফুটে উঠেছে ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা উপন্যাস পর্যন্ত সর্বত্রই প্রেম ও বিবাহকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে ঔপন্যাসিকগণ কাহিনী নির্মান করেছেন । তাই প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে , এ দুটি বিষয় বাংলা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান , বিষয়-বস্তু হিসেবেও বটে এবং সমস্যা হিসেবেও বটে । কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় নিয়ে আজ অবধি কোনো গবেষণা হয়নি । এই কারণে' বাংলা উপন্যাসে

প্রেম ও বিবাহ : বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র' এই মূল্যবান আলোচ্য বিষয়কে গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছি । বাংলা উপন্যাসে কীভাবে প্রেম ও বিবাহকে রূপায়িত করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করাই বর্তমান প্রস্তাবিত গবেষণার উপজীব্য । এবং বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই বিষয়গুলি ও সমস্যাগুলি কীভাবে নির্ণীত হয়েছে , সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তাবিত গবেষণাটি বিধৃত হবে ।

অতঃপর , পরবর্তী অধ্যায়গুলি অবলম্বনে এই গবেষণা গ্রন্থের আলোচ্য - বিষয় বিস্তৃত আকারে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হবে । অধ্যায়গুলির আলোচ্য-বিষয় উল্লেখ করা গেল :

প্রথম অধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন , প্রাক্ - বঙ্কিম উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যার চিত্রণ ।

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় প্রাক্ - বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসে পূর্বোক্ত দুটি সমস্যার অস্তিত্ব কীভাবে রক্ষিত হয়েছে তা দেখানো এবং সেই সূত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই নব - উদ্ভূত শাখায় প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে লেখক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া । বিশেষভাবে টেকচাঁদ ঠাকুর , ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের রচনার ওপর ভিত্তি করে এই অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় গ্রথিত হবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বঙ্কিম - উপন্যাসে বিধৃত প্রেম ও বিবাহ পর্যালোচনা । 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে শুরু করে 'সীতারাম' পর্যন্ত উপন্যাস ধারায় , প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র নর - নারীর প্রেম ও বিবাহের সমস্যাটিকে তাঁর উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু হিসেবে চিত্রিত করেছেন । তাঁর উপন্যাস ধারার

ক্রমোত্তরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কীভাবে এই দুটি ধারণা পরিণতি লাভ করেছে তার বিশদ আলোচনা করাই এই অধ্যায়টির লক্ষ্য ।

তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ পর্যালোচনা ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সূত্র ধরে প্রবেশ করা যাক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে । লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে নর-নারী হৃদয়ের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক সংঘাতের নামান্তর যে প্রেম ও বিবাহের সমস্যা , তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মৌল সমস্যা । এক্ষেত্রে , বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে এক বিশিষ্ট ধারণার পরিচয় পাই । কীভাবে এই ধারণা তাঁর উপন্যাস ধারার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ ও পরিণতি লাভ করেছে , তা এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হবে ।

চতুর্থ অধ্যায় : শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহের সমস্যা পর্যালোচনা ।

রবীন্দ্রনাথের পরে আলোচ্য কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র । প্রথম দিকের কয়েকটি ছোট উপন্যাস ও গল্পের প্রসঙ্গ (যেমন 'মেজদিদি' , 'রামের সুমতি', 'মহেশ' , 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি) বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাসেরই মুখ্য বিষয় প্রেম ও বিবাহ এবং তার পারস্পরিক সমস্যা । বস্তুত , নর - নারীর পারস্পরিক চিরন্তন হৃদয়ের সমস্যার রূপায়ণই শরৎ-উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য । কীভাবে , প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এই সমস্যাকে তুলে ধরেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কীভাবে ফুটে উঠেছে , তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা করাই হবে এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ।

পঞ্চম অধ্যায় : বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহঘটিত সমস্যার তুলনামূলক পর্যালোচনা ।

পূর্বাপরতা-সূত্রে পূর্বোক্ত তিন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে বিধৃত প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করা হবে । এই আলোচনা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য । স্বভাবতই , বঙ্কিম - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র , বাংলা উপন্যাসের তিন প্রধান ঔপন্যাসিক পৃথক দৃষ্টিতে এইসমস্যাগুলি দেখেছেন এবং তার রূপায়ণ করেছেন ।

এই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপায়ণের বিশিষ্টতা ও পার্থক্য নিরূপণ করাই হবে আলোচ্য অধ্যায়টির লক্ষ্য ।

উপন্যাসের সঙ্গে সমাজ জীবনের একটি প্রত্যক্ষ যোগ আছে । বস্তুত , উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রাবলী স্পষ্টতই বিশেষ বিশেষ সমাজজীবনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে । এই কারণেই ঔপন্যাসিককে বিশেষভাবে বাস্তব জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় , কারণ সমাজ জীবন একান্তভাবেই বাস্তব ব্যাপার । তাই , প্রত্যেক উপন্যাসেই একটি সামাজিক পেক্ষাপট থাকে এবং লেখক তাঁর কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে সেই পেক্ষাপটের সামনে দাঁড় করিয়ে উপন্যাস রচনা করেন । তাই সমাজজীবনের সমস্যাগুলি প্রকারান্তরে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় ।

বস্তুত , প্রেম ও বিবাহ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমস্যা যদিচ নরনারী হৃদয়ের চিরন্তন আকূতি ও সমস্যা তথাপি , তা সামাজিক সমস্যাও বটে । বঙ্কিমচন্দ্র যে সমাজকে সামনে রেখে এই সমস্যাগুলি দেখেছেন , রবীন্দ্রনাথের সময়ের সমাজ জীবন তার থেকে স্বতন্ত্র । স্বভাবতই , সেই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ঘটেছে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীও এই - কারণেই ভিন্ন।

ফলত, এই তিন প্রধান ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমস্যাটি যেভাবে বিধৃত ও বিকশিত হয়েছে তার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের সমাজ জীবনেরও একটি অন্তরঙ্গ ধারাবাহিক পরিচয় পাই।

পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলির পারম্পর্যসূত্রে এই বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই শেষ অধ্যায়টির অবতারণা।

--*

উল্লেখপঞ্জী

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খন্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা- ১৫৬ - ১৫৭।

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা - ২৬।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খন্ড (শেষের কবিতা), প্রকাশ জুলাই ১৯৮৬, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলিকাতা ৭০০ ০০১, পৃষ্ঠা - ৩৫৭।

৫. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, আত্মঘাতী বাঙালী প্রথম খন্ড, অষ্টম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলি - ৭৩, পৃষ্ঠা- ৮৪।

৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খন্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা - ৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা - ১৫৮।

৭. ক্ষেত্রগুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস প্রথম খন্ড, নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ আগষ্ট ১৯৯৬, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ৪৮ - ৪৯।

৮. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, মাঘ ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা - ৪৩।

৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ১৯৯২, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি: কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা - ৩৬।

১০. ক্ষেত্রগুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস প্রথম খন্ড, নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ - আগষ্ট ১৯৯৬, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ৮৪।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৭।

১২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৯২, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি: কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা - ৩৮ - ৩৯।

১৩. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, মাঘ ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা - ২১ - ৩৪।

১৪. নীলরতন সেন, রবীন্দ্র-বীক্ষা (সম্পাদিত), রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী (রথীন্দ্রনাথ রায়), প্রকাশ ১৩৬৮, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা - বারো, পৃষ্ঠা - ২০৭।

১৫. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা - ১০।

১৬. সমরেশ মজুমদার , বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর , প্রথম প্রকাশ নভেম্বর , ১৯৮৬ , রত্নাবলী , কলকাতা ৭০০ ০০৯ , পৃষ্ঠা - ১৪ ।

১৭. ডঃ ব্রজদুলাল চক্রবর্তী , শরৎ সাহিত্য জিজ্ঞাসা , প্রকাশ ১৯৮৩ , সন্দীপ্ত প্রকাশনী , পুরুলিয়া , পৃষ্ঠা - ১৫৪ ।

১৮. অজিত কুমার ঘোষ , জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র , প্রথম প্রকাশ , ফেব্রুয়ারী, সাহিত্যলোক , বিডন স্ট্রীট , কলিকাতা - ৭০০ ০০৬ , পৃষ্ঠা -৪৬ ।

*- *- *